## দ্বিতীয় অধ্যায়

# "পরিত্রাণের ধাপ" সম্বন্ধে প্রশ্ন

*(The Question of "The Order of Salvation"))*

বাইবেলের শিক্ষানুসারে, ঈশ্বরের লোকদের জীবনে পরিত্রাণের আশীর্বাদসমূহ প্রয়োগে বিভিন্ন ধাপ আছে কি? ঈশতত্ত্বের ইতিহাসে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে *Jacob Carpov* নামে একজন লুথারেন ঈশতত্ত্ববিদ সর্বপ্রথম *"Ordo Salutis"* বা *"Order of Salvation"* বা "পরিত্রাণের ধাপ" নামক পরিভাষা ব্যবহার করেন। বিভিন্ন ঈশতত্ত্ববিদ পরিত্রাণের বিভিন্ন ধাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষা দিয়েছেন।

সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিক লুইস বার্কফ *(Luis Berkhof)* পরিত্রাণের ধাপকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন —
*খ্রীস্টের দ্বারা সাধিত পরিত্রাণ কাজের ফল যে প্রক্রিয়ায় পাপীদের হৃদয়ে ও জীবনে প্রয়োগ ঘটে, তাকে "পরিত্রাণের ধাপ" বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপকে তা যুক্তি দ্বারা বর্ণনা করে এবং ধাপগুলির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে ও প্রায়শ্চিত্ত কাজের প্রয়োগে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন গতিকে নির্দেশ করতে চেষ্টা করে।*

## তিন ধরনের মতবাদ

এখন, মণ্ডলীর ইতিহাসে সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিকদের *(Reformed Theologian)* মধ্যেও পরিত্রাণের ধাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের মত প্রকাশকারীদের দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে মণ্ডলীতে সাধারণত তিন ধরনের মত পোষণকারী ঈশতাত্ত্বিকদের লক্ষ্য করা যায়।

**ক। জন্ ম্যুরে** *(John Murray)*
প্রথম দলের মতপোষণকারীদের প্রতিনিধি হিসাবে জন ম্যুরেকে নির্দেশ করা সম্ভব। জন্ ম্যুরে এবং তার অনুগামীদের চিন্তা অনুসারে শাস্ত্র থেকে পরিত্রাণের বিভিন্ন ধাপকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করা সম্ভব। তার লেখা *Redemption- Accomplished and Applied* নামক পুস্তকে তিনি এমন কথা বলেছেন, *"উপযুক্ত, উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত কারণের দ্বারা পরিত্রাণের বিভিন্ন বিষয়কে চিহ্নিত করা ও তাদের ক্রম নির্ণয় করা সম্ভব, যা ঐশ্বরিক পরিকল্পনা, প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের দ্বারা সাধিত হয়েছে।"* রোমীয় ৮:৩০ পদ থেকে তিনি পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার এই ক্রমকে বর্ণনা করেছেন: **আহ্বান, ধার্মিকীকরণ এবং গৌরবান্বিতকরণ**। আবার শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ থেকে তিনি ধার্মিকগণনার পূর্বে **বিশ্বাস ও অনুতাপের** উপস্থিতি এবং বিশ্বাসের পূর্বে **নতুনজন্মের** উপস্থিতির কথা বলেন। আবার উপযুক্ত যুক্তি ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি ধার্মিকগণনার পর, **দত্তক পুত্রত্ব, শুদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষা সিদ্ধতার** উপস্থিতিকে নির্দেশ করেন। অর্থাৎ জন্ ম্যুরের চিন্তানুসারে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ হল: **আহ্বান, নতুনজন্ম, বিশ্বাস, অনুতাপ, ধার্মিক গণনা, দত্তকপুত্রত্ব, শুদ্ধিকরণ, পরীক্ষা সিদ্ধতা** এবং **গৌরবান্বিতকরণ**।

**খ। লুইস বার্কফ** *(Luis Berkhof)*
এই সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিককে মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে। তার লেখা *Systematic Theology* নামক পুস্তকে তিনি এমন কথা বলেছেন, *"আমরা যখন পরিত্রাণের ধাপ সম্বন্ধে কথা বলি, তখন সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক পাপীর জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োগ একটি 'একক প্রক্রিয়া', কিন্তু 'পরিত্রাণের ধাপ' কথাটি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গতিকে পৃথক করার বিষয় জোর দেয়, ফলে পরিত্রাণ প্রয়োগের কার্য নির্দিষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত ক্রম মেনে চলে। অর্থাৎ পাপীর জীবনে পরিত্রাণের পূর্ণতা ঈশ্বর একটি মাত্র কার্যের দ্বারা সাধন করেন না। বাইবেল কি কোনও নির্দিষ্ট "পরিত্রাণের ধাপ" সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়? যদিও বাইবেল পরিষ্কারভাবে সুনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ 'পরিত্রাণের ধাপ' তুলে ধরে না, তবুও এমন ধাপ তৈরি করার উপযুক্ত ভিত্তি (Basis) আমাদের দিয়ে থাকে।"*

অর্থাৎ বারকফের মতানুসারে পবিত্র শাস্ত্র যদিও পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপকে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে না, কিন্তু আমরা এই সমস্ত ধাপ শাস্ত্রানুসারে যুক্তি দ্বারা খাড়া করতে পারি। অর্থাৎ, শাস্ত্র এই ধাপগুলিকে সমর্থন করে। বার্কফের মতানুসারে, এই ধাপগুলি হল: **আহ্বান, নতুনজন্ম, মনপরিবর্তন (অনুতাপ ও বিশ্বাস), ধার্মিকীকরণ, শুদ্ধিকরণ, পরীক্ষাসিদ্ধতা** এবং **গৌরবান্বিতকরণ**।

**গ। জি. সি. বেরক্যুয়ার** *(G. C. Berkouwer)*

ইনি জন্ ম্যুরের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। ইনি "পরিত্রাণের ধাপ" এই পরিভাষা ব্যবহারেরও বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এঁর মতানুসারে, আমরা কখনও শাস্ত্র থেকে পরিত্রাণের ধাপগুলিকে তৈরি করতে পারি না। এঁর মতানুসারে রোমীয় ৮:৩০ পদকে পৌল কখনও পরিত্রাণের বিভিন্ন ধাপকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেনি। তিনি আরও বলেন যে, বিশ্বাসকে কখনও পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার "একটি নির্দিষ্ট বিন্দু" হিসাবে চিন্তা করা যায় না। কারণ, বিশ্বাসীর সমগ্র জীবনে বিশ্বাস একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এ ছাড়াও অন্যান্য যুক্তির দ্বারা তিনি পরিত্রাণের বিভিন্ন ধাপকে নির্দিষ্টকরণের চেষ্টাকে বর্জন করেন এবং "পরিত্রাণের ধাপের" পরিবর্তে "পরিত্রাণের পথ" পরিভাষা ব্যবহারের কথা বলেন।

## "পরিত্রাণের ধাপ" পরিভাষা ব্যবহারে বিভিন্ন অসুবিধা

পরিত্রাণের ধাপ তৈরি করতে গিয়ে আমরা কী কী অসুবিধার মুখে পড়ি?

১) পরিত্রাণের ধাপগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে যে সকল (ঈশতাত্ত্বিক) শব্দ ব্যবহার করা হয়, বাইবেলের লেখকরা সেই সমস্ত শব্দ সর্বদা একই অর্থ প্রকাশ করার জন্য সর্বত্র ব্যবহার করেননি। উদাহরণস্বরূপ, গ্রিক শব্দ *palingenesia (En. 'regeneration')* বা 'নতুনজন্ম' শব্দটি নতুন নিয়মের দুটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল তীত ৩:৫ পদে *('regeneration' in KJV* এবং *'rebirth' in NIV)* এই শব্দ, আমাদের জানা অর্থ, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন আধ্যাত্মিক জীবনকে নির্দেশ করে। কিন্তু মথি ১৯:২৮ পদে *('renegenation' in KJV* এবং *'new world' in NIV)* এই শব্দ, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় যে সকল নতুন বিষয়ের প্রকাশ ঘটবে, তাকে নির্দেশ করেছে। হারমান্ বাভিঙ্ক *(Herman Bavink)* তাই এমন মন্তব্য করেছেন, *"নতুনজন্ম, বিশ্বাস, মনপরিবর্তন, শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি বাইবেলে বেশিরভাগ সময় পরিত্রাণের পথে বিভিন্ন ধারাবাহিক ধাপকে নির্দেশ করে না, কিন্তু একটি শব্দের দ্বারা মানুষের জীবনে সংঘটিত সকল পরিবর্তনকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে।"*

২) পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপকে সাজানোর ক্রম, বাইবেলে সর্বদা মেনে চলা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণভাবে যেখানে পবিত্রীকরণকে ধার্মিকীকরণের পরবর্তী ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সেখানে ১করিন্থীয় ৬:১১ পদে পবিত্রীকরণকে ধার্মিকীকরণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে: ***"কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত করিয়াছ, ধার্মিক গণিত হইয়াছ।"***

৩) যদিও রোমীয় ৮:৩০ পদকে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপকে নির্দেশ করার জন্য প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়, কিন্তু এই পদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপকে তুলে ধরা নয়। কারণ ২৯ ও ৩০ পদের উদ্দেশ্য হল ২৮ পদে উল্লেখিত মন্তব্যের পক্ষে যুক্তি দান। ২৮ পদে বলা হয়েছে, ***"আর আমরা জানি, যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে।"*** ২৯ ও ৩০ পদে ***"যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত"*** — এই কথার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, ঈশ্বর সেই সকল লোককে পূর্ব থেকে জানতেন, পূর্বে তাহাদিগকে নিরূপণও করেছেন, আহ্বান করেছেন, ধার্মিকগণিত করেছেন এবং প্রতাপান্বিতও করেছেন। যে ক্রম মেনে পৌল এই দিকগুলিকে বর্ণনা করেছেন, সেটি গৌণ উদ্দেশ্য। এখানে, এই পদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও অনন্ত আশীর্বাদকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা।

৪) বিশ্বাসকে কখনও পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে একটিমাত্র ধাপ হিসাবে চিন্তা করা উচিত নয়, কারণ বিশ্বাসীর জীবনের সমগ্র অংশে ক্রমাগত এর অনুশীলন প্রয়োজন। ধার্মিকীকরণে যেমন এর প্রয়োজন, পবিত্রীকরণ বা পরীক্ষাসিদ্ধতায়ও বিশ্বাস একইভাবে প্রয়োজন।

৫) ধার্মিকীকরণ ও পবিত্রকরণ খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে ধারাবাহিক *(successive)* ধাপ নয়, কিন্তু যুগপৎ *(simultaneous)*। ধার্মিকগণিত হবার জন্য খ্রীস্টকে গ্রহণ এবং পবিত্রীকৃত হবার জন্য খ্রীস্টকে গ্রহণ, এই দুটি বিষয়কে কখনও পৃথকভাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। কারণ ১করি ১:৩০ পদে পৌল শিক্ষা দিয়েছেন যে, ***"খ্রীস্ট হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান — ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।"***

৬) *Murray* এবং *Berkhof* 'পরিত্রাণের ধাপের' যে তালিকা দিয়েছেন, তা মোটেই সম্পূর্ণ নয়। কারণ প্রেম বা প্রত্যাশা, উভয় তালিকায় অনুপস্থিত। যদিও বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ও প্রত্যাশা পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

## আমরা কি 'পরিত্রাণের ধাপ' পরিভাষাটি ব্যবহার করব?

উপরের আলোচনা সত্ত্বেও কি আমরা 'পরিত্রাণের ধাপ' পরিভাষা ব্যবহার করব? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমরা নতুন জন্মের সঙ্গে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার অন্যান্য দিকের মধ্যে সম্পর্ককে উপলব্ধি করব। 'নতুনজন্ম' *(regeneration)* শব্দের দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার সেই কাজকে নির্দেশ করি, যার দ্বারা তিনি আমাদের খ্রীস্টের সঙ্গে জীবন্ত-ঐক্যে *(living union)* আনয়ন করেন, এবং আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে পরিবর্তিত করেন যে, আত্মিকভাবে মৃত আমরা আত্মিকভাবে জীবিত হয়ে উঠি। এই অর্থে, 'নতুনজন্ম' অবশ্যই মন-পরিবর্তন *(conversion)* (বিশ্বাস ও অনুতাপ এর অন্তর্ভুক্ত), ধার্মিকীকরণ *(justification)*, পবিত্রীকরণ *(sanctification)*, এবং পরীক্ষাসিদ্ধতার *(perseverance)* আগে ঘটা উচিত। কারণ পরবর্তী বিষয় সকল ঘটবার জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ নতুনজন্মকে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রথম স্থানে রাখা উচিত।

কিন্তু নতুনজন্মকে প্রাথমিক স্থান দিলেও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, নতুনজন্ম এবং পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার অন্য যে কোনও বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক সিঁড়ির ধাপের ন্যায় নয়। আমরা নতুনজন্মের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ককে চিন্তা করতে পারি। এদেরকে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাবার জন্য বোতাম টেপা এবং সমগ্র ঘর আলোয় পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুটি কাজ যুগপৎ *(simultaneous)* ঘটে থাকে। ঠিক একইভাবে, যখন কেউ আধ্যাত্মিক জন্ম লাভ করে, সে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করতে শুরু করে। হয়ত এই কারণে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার অন্যান্য দিকগুলির (বিশ্বাস, অনুতাপ, পবিত্রীকরণ প্রভৃতি) তুলনায় নতুনজন্মকে যুক্তিসঙ্গত প্রাথমিক স্থান *(casual priority)* দেওয়া সম্ভব।

তাহলে, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক বা বিষয়কে আমরা কীভাবে চিন্তা করব? আমরা কি এখানে কোনও ধারাবাহিক ক্রমের *(successive order)* কথা বলব? এটা কি সত্য যে, মনপরিবর্তনের পরে ধার্মিকীকরণ ঘটে, বা ধার্মিকীকরণের পরে পবিত্রীকরণ ঘটে, বা পবিত্রীকরণের পরে পরীক্ষাসিদ্ধতা ঘটে? অবশ্যই সত্য নয়। মনপরিবর্তন বিশ্বাস ও অনুতাপকে অন্তর্গত করে, এবং যখন একজন বিশ্বাস করে (বিশ্বাস করার পরে নয়), তখনই সে ধার্মিক গণিত হয়। আবার উপরে ধার্মিকীকরণ ও পবিত্রীকরণ যুগপৎ ঘটবার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে, অনেক দিনের বিশ্বাসী হবার পর যে আমরা পরীক্ষাসিদ্ধতার জন্য উপযুক্ত হই, তা-ও নয়।

হারমান বাভিঙ্ক *(Herman Bavinck)* তাঁর ঈশ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকে এমন কথা বলেছেন, *"পরিত্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত সকল আশীর্বাদ মনোনীতদের একই সঙ্গে দেওয়া হয়ে থাকে।"* আবার তিনি এমন কথা বলেছেন, *"এই আশীর্বাদগুলিকে যদিও চিহ্নিত (distinguish) করা সম্ভব, কিন্তু পৃথক (seperate) করা সম্ভব নয়। যেমন বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রেমকে পৃথক করা যায় না।"* তাই, 'পরিত্রাণের ধাপ' কথাটি ব্যবহার না করাই ভালো।

তবে এ কথা সত্য যে, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিত্রাণের প্রয়োগে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। এই সকল অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও, তাদের পৃথকীকরণ অসম্ভব। আমরা পবিত্র আত্মার বিভিন্ন কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীর জীবনে তাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করব। যদিও, একটি একটি করে আমরা সেগুলির আলোচনা করব, তথাপি আমরা সর্বদা মনে রাখব যে, তারা কখনও পৃথকভাবে ঘটে না, কিন্তু একইসঙ্গে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ধার্মিকীকরণ ও পবিত্রীকরণের অর্থ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করব; কিন্তু আমরা কখনও ভুলে যাব না যে, এই দুটি বিষয় একই সঙ্গে ঘটে থাকে *(occur together)*।

তাই, আমরা ধারাবাহিক বা ক্রমিক ধাপ (সিঁড়ি) বিশিষ্ট 'পরিত্রাণের ধাপকে' চিন্তা না করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষ্ময়কর কাজকে — 'পরিত্রাণের পথে' চিন্তা করব। এই 'পরিত্রাণের পথের' বিভিন্ন দিক বা বিষয়গুলিকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও, পৃথক করা সম্ভব নয়। এর বিভিন্ন দিকের মধ্যে কয়েকটি দিক ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষের দ্বারা সাধিত হয়, আবার কয়েকটি দিক ঈশ্বরের দ্বারা সাধিত হয়। এর কয়েকটি দিক 'বিচার' সংক্রান্ত, কয়েকটি 'নৈতিক', আবার কয়েকটি 'আধ্যাত্মিক'। কয়েকটি বিষয় তাৎক্ষণিক ঘটে, আবার কয়েকটি লম্বা সময় ধরে ঘটে।

সহজ কথায়, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিককে ক্রমশ বা ধারাবাহিক ধাপ হিসাবে নয় (একটির পর একটি), কিন্তু পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ (একই সঙ্গে) ঘটে চলে, এমন বিভিন্ন দিক হিসাবে আমরা চিন্তা করব।

'পরিত্রাণ পথের' এইরূপ ধারণাকে নিচের দুটি ছবির দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রথম ছবিটি পরিত্রাণ প্রক্রিয়াকে সিঁড়ির ধাপের ন্যায় বিভিন্ন ক্রমিক ধাপ হিসাবে বর্ণনা করে। এটি ভুল ধারণা।

কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটি পরিত্রাণ প্রক্রিয়াকে একই সঙ্গে শুরু হওয়া এবং একই সঙ্গে ঘটে চলা একটি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক হিসাবে বর্ণনা করে।

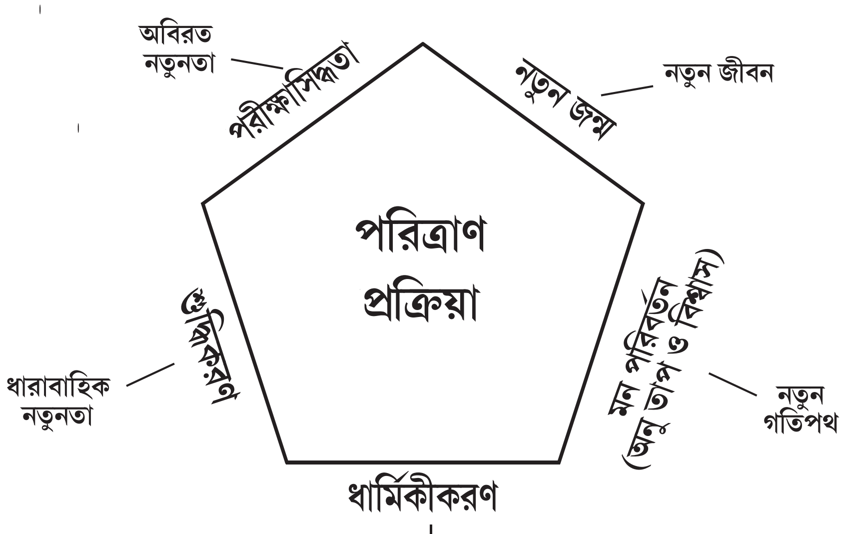

এই ছবিতে নিচের বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে:

ক) এই ছবিতে আহ্বানকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু সুসমাচারের আহ্বান প্রকৃত অর্থে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার পূর্বে ঘটে। প্রতাপান্বিতকরণকেও বাদ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এটি পরিশেষতত্ত্বের *(eschatology)* একটি দিক।

খ) পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক ধারাবাহিক ভাবে *(successively)* নয়, কিন্তু যুগপৎ *(simultaneously)* ঘটে থাকে। যদিও নতুনজন্মকে যুক্তিসঙ্গত দিক থেকে প্রাথমিক বিষয় হিসাবে চিন্তা করা সম্ভব, কিন্তু ঘটনাগত দিক থেকে একে প্রাথমিক বিষয় হিসাবে ধরা যায় না।

গ) এখানে, পবিত্রীকরণকে এর প্রগতিগত অর্থে *(progressive sense)* বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পরে আমরা দেখতে পাব যে, অন্য অর্থে পবিত্রীকরণ নির্দিষ্ট বা তাৎক্ষণিক বিষয়।

## বাস্তব অর্থ

*(Implication)*

পরিত্রাণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা আমাদের ঈশতত্ত্ব শিক্ষাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

**১। যুগপৎ ঘটনা** *(Simultaneous Process)*

যদিও নতুনজন্ম খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনের প্রথম দিকে ঘটে, কিন্তু বিশ্বাসী যখন নতুনজন্মের জীবন যাপন করে, তখন এর ফল বিশ্বাসীর জীবনে ক্রমাগত ঘটে থাকে। যদিও বিশ্বাস ও অনুতাপ প্রথম দিকে ঘটে থাকে, বিশ্বাসীর সমগ্র জীবনে এদের ক্রমাগত বা ধারাবাহিক অনুশীলন প্রয়োজন। যখন কেউ বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীস্টকে গ্রহণ করে, যদিও তৎক্ষণাৎ তাকে ধার্মিকগণিত করা হয়, কিন্তু এর বিভিন্ন উপকার বা আশীর্বাদ বিশ্বাসী তার সমগ্র জীবন ধরে ভোগ করে। পবিত্রীকরণ বিশ্বাসীর সামগ্রিক জীবনে ঘটে চলে, মৃত্যুর আগে তা শেষ হয় না। বিশ্বাসে পরীক্ষাসিদ্ধতাও একটি সারা জীবনের কাজ।

**২। পারস্পরিক ক্রিয়াশীল ঘটনা** *(Inter-Active Process)*

পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার এই সমস্ত দিক যে কেবল যুগপৎ ঘটে, এমন নয়;এর বিভিন্ন দিক একাধারে পরস্পরের উপর কাজ করে থাকে। তাই নতুনজন্ম, অবশ্যই বিশ্বাস এবং অনুতাপের দ্বারা প্রকাশিত হতে বাধ্য;আবার তা পবিত্রীকরণের সূচনা করে। আবার বিশ্বাস, খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবনে ধার্মিকীকরণের আশীর্বাদসমূহ ভোগ করতে, শুদ্ধিকরণের পথে এগিয়ে যেতে এবং খ্রীস্টের সহভাগিতায় পরীক্ষাসিদ্ধতাকে নির্দেশ করে। কারণ, নতুন জন্মের সময় যে নতুন জীবন লাভ হয়, তা সে কখনও হারায় না। আবার শুদ্ধিকরণ ছাড়া ধার্মিকগণিত হওয়া অসম্ভব, যেমন প্রকৃত অর্থে মন-পরিবর্তিত হয়েও বিশ্বাসে পরীক্ষাসিদ্ধ না হওয়া অসম্ভব। এইভাবে, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয় পরস্পরের প্রতি কাজ করে থাকে।

**৩। সারা জীবনের প্রক্রিয়া** *(Life-long Process)*

যদিও একথা বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের প্রতাপান্বিতকরণ পরিশেষতত্ত্বের অন্তর্গত;এবং সেই কারণে পরিত্রাণতত্ত্বের অংশ হিসাবে এখানে ধরা হয়নি, তবুও আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পরিত্রাণ প্রক্রিয়া বিশ্বাসীর জীবনকালে সম্পূর্ণ হয় না। বিশ্বাসী যতকাল পার্থিব জীবন যাপন করে, ততকাল তারা "**ইতিপূর্বে**" *(already)* **কিন্তু** "**এখনও নয়**" *(but not yet)* এই চাপের মধ্যে থাকে। যে পথ গৌরবের প্রতি পরিচালিত করে, তারা সেই পথে আছে, তবুও তারা লক্ষ্য থেকে দূরে আছে। তারা খাঁটি নতুন মানুষ, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ নতুন নয়।

পরিত্রাণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় এমন ধারণা আমাদের পরিত্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করতে বাধ্য করে। বর্জন করতে হবে এমন বিভিন্ন ধারণার মধ্যে দুই ধাপ বা তিন ধাপ পরিত্রাণতত্ত্ব অন্তর্গত। অনেকে মনপরিবর্তনের পর পৃথক এবং সনাক্তকরণ সম্ভব এমন দ্বিতীয় ধাপের কথা বলে থাকেন। অনেকে আবার, মন-পরিবর্তনের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, উভয় ধাপের কথা বলে থাকেন।

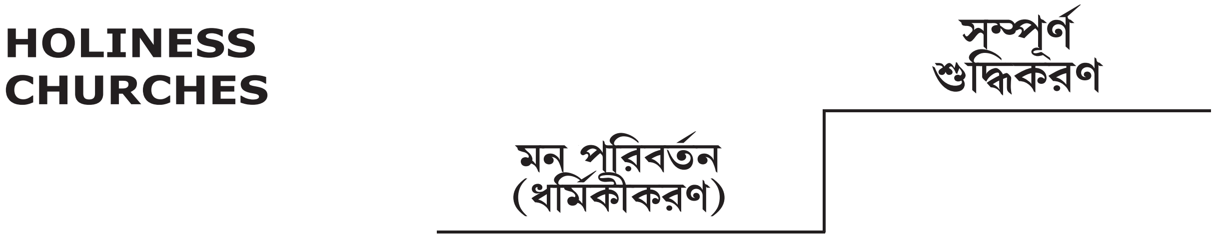

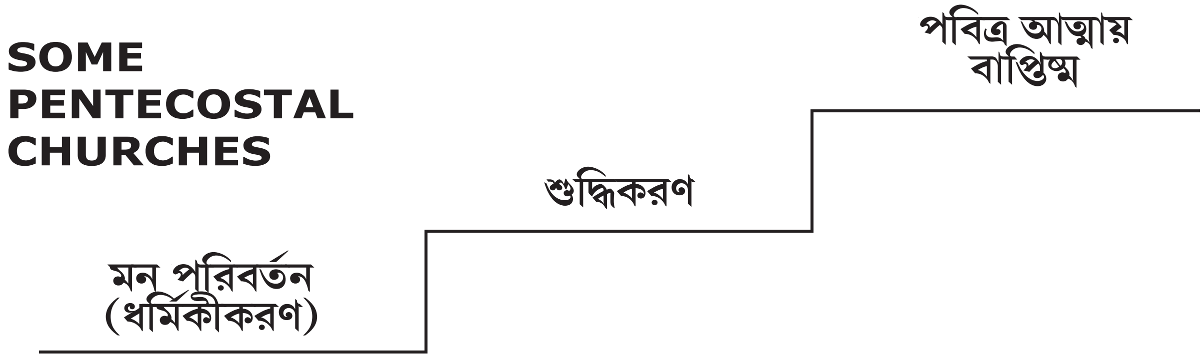


উপরের ছবিগুলি দুই-ধাপ বা তিন-ধাপ পরিত্রাণতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

এমন পরিত্রাণতত্ত্ব কেন বর্জিত হবে? এর আগে আমরা দেখেছি, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার উপযুক্ত উপলব্ধি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিককে একের পর এক *(Successive)* নয়, কিন্তু যুগপৎ *(Simultaneous)* হিসাবে বর্ণনা করে। অতএব, খ্রীস্টবিশ্বাসী জীবনে উন্নতিকে প্রগতিশীল এবং ধারাবাহিক বৃদ্ধি হিসাবে চিন্তা করতে হবে। একে কখনও মনপরিবর্তনের পর বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধাপ হিসাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও যে সমস্ত প্রশ্ন করা যেতে পারে, সেগুলি হল—

১) খ্রীস্টে আছে, এমন একজনের কথা আমরা চিন্তা করি। এখন 'খ্রীস্টে থাকার' অর্থ শুদ্ধিকরণ এবং ধার্মিকগণনার জন্য সে খ্রীস্টকে গ্রহণ করেছে। এখন, সে শুদ্ধিকৃত না হয়েও (২য় ধাপ) কীভাবে ধার্মিকগণিত হতে পারে (১ম ধাপ)?

২) পঞ্চাশত্তমীর দিনে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা ইতিহাসে কেবল একবারের জন্য ঘটেছে। এই ঘটনা আমাদের কাছে "পবিত্র আত্মার অবতরণ" নামে পরিচিত। কিন্তু, নতুন নিয়মের সর্বত্র **পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম** বলতে **পরিত্রাণার্থে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ** বোঝানো হয়েছে। সেইহেতু যারা খ্রীস্টে আছে, তারা নিজেদের ইতিপূর্বে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করতে বাধ্য। অতএব, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপ হিসাবে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মকে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

৩) দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছে কি-না, তা কীভাবে জানা সম্ভব? পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের ক্ষেত্রে, সাধারণ ভাবে কেউ এই ধাপে উন্নীত হয়েছে কি-না, তা বলবার জন্য বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ পরভাষায় কথা বলাকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা বাইবেলে এমন কোনও সাক্ষ্য পাই না যে, পরভাষায় কথা বলা হল মনপরিবর্তনের পর পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের জন্য আবশ্যক (এবং অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত) প্রমাণ। সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে, পাপশূন্য নিখুঁততা লাভ কি এই ধাপে উন্নীত হবার প্রমাণ হিসাবে নির্দেশ করা যেতে পারে? সত্য হল, পাপ এবং নিখুঁততা সম্বন্ধে দুর্বল উপলব্ধিই এমন কথা বলে থাকে। কারণ কে, কীভাবে এই দ্বিতীয় ধাপে উন্নত হবার বিষয়কে ঠিক করবে? আবার, এই দ্বিতীয় ধাপ যদি সম্পূর্ণ পাপশূন্য নিখুঁততা থেকে নিম্নমানের হয়, তাহলে একে কেন সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণ বলা হবে?

৪) পরিত্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এমন শিক্ষা দুই বা তিন ধরণের খ্রীস্ট বিশ্বাসীর অস্তিত্বকে কল্পনা করে: সাধারণ বিশ্বাসী, শুদ্ধিকৃত বিশ্বাসী এবং পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত বিশ্বাসী। কিন্তু বিশ্বাসীদের এইরূপ বিভক্তিকরণ সম্পূর্ণভাবে বাইবেল বহির্ভূত শিক্ষা। উপরন্তু, খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের এমন শ্রেণীবিভাগ বাস্তবে দুটি ভ্রান্ত মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয়, যেগুলি আধ্যাত্মিকভাবে খুবই ক্ষতিকারক: একদিকে নিরাশাগ্রস্ত বিশ্বাসীর দল, যারা নিজেদেরকে এখনও উপরের ধাপে উন্নীত হয়নি বলে চিন্তা করে; এবং অন্যদিকে মিথ্যা গর্বিত বিশ্বাসীর দল, যারা নিজেদেরকে উপরের ধাপে উন্নীত ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করে।

## প্রাণীক খ্রীস্ট বিশ্বাসী

*(Carnal Christian)*

পরিত্রাণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপরের আলোচনা বাইবেলের বিরুদ্ধ বিভিন্ন শিক্ষাকে বর্জন করতে আমাদের উৎসাহিত করে। এই সমস্ত শিক্ষার মধ্যে **প্রাণীক খ্রীস্ট বিশ্বাসী** একটি অন্যতম ভুল শিক্ষা। *Scofield Reference Bible*-এর দ্বারা এই শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা হয়েছে। *New Scofield Reference Bible (Published in 1967)*-এ ১করিন্থীয় ২:১৪ পদের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে :

> এখানে পৌল মানুষদের তিন ভাগে ভাগ করেছে: (১) *psuchikos*, এর অর্থ, আদমীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত মানুষ (যাকোব ৩:১৫; যিহূদা ১৯ পদ) *(of the senses, sensuous)*। এর অর্থ, **স্বাভাবিক** বা আদমীয় মানুষ, নতুন জন্মের (যোহন ৩:৩, ৫) দ্বারা যে এখনও নতুনীকৃত হয়নি; (২) *pnumatikos*, এর অর্থ, **আত্মিক** *(spiritual)*, অর্থাৎ আত্মায় পূর্ণ নতুনীকৃত মানুষ, সে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ সহভাগিতার আত্মায় চলে থাকে (ইফিষীয় ৫:১৮-২০); এবং (৩) *sarkikos*, এর অর্থ, **প্রাণীক বা মাংসিক** *(carnal, fleshly)*; অর্থাৎ সে নতুনীকৃত ব্যক্তি কিন্তু "মাংসের বশে চলছে," খ্রীস্টেতে শিশু হয়ে থাকে (১করি ৩:১-৪)। **স্বাভাবিক মানুষ** শিক্ষিত, শান্ত, ভদ্র, বা আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র যে সমস্ত আত্মিক বিষয়ের কথা বলে, তা তার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে গুপ্ত; আর **মাংসিক বা প্রাণীক খ্রীস্টবিশ্বাসী** আত্মিক বিষয়ের মধ্যে কেবল সহজতম সত্য, তথা দুধ উপলব্ধি করতে পারে (১করি ৩:২)।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে, 'প্রাণীক মনুষ্য' হল এমন ব্যক্তি, যে যদিও খ্রীস্টে আছে এবং নতুনীকৃত হয়েছে, তথাপি সে এখনও 'মাংসে' চলছে। 'প্রাণীক মনুষ্য' সম্বন্ধীয় এই শিক্ষা *Campus Crusade for Christ (C. C. C)* সংস্থার দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছে। নিচের ছবিগুলি C. C. C-র দ্বারা শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যানুয়ালে *(Lay Trainee's Manual)* প্রকাশ করা হয়েছে। এই ছবিগুলি নিচের কথাগুলির পর আঁকা হয়েছে: *নতুন বিশ্বাসীর কাছে ব্যাখ্যাকরুন যে, খ্রীস্টকে তার হৃদয়ে বা জীবনে আহ্বান জানানোর পর, তার দ্বারা তার নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ সম্ভব। নতুন নিয়মের ১করিন্থীয় ২:১৪-৩:৩ পদ তিন ধরনের মানুষদের বিষয় শিক্ষা দেয়।*

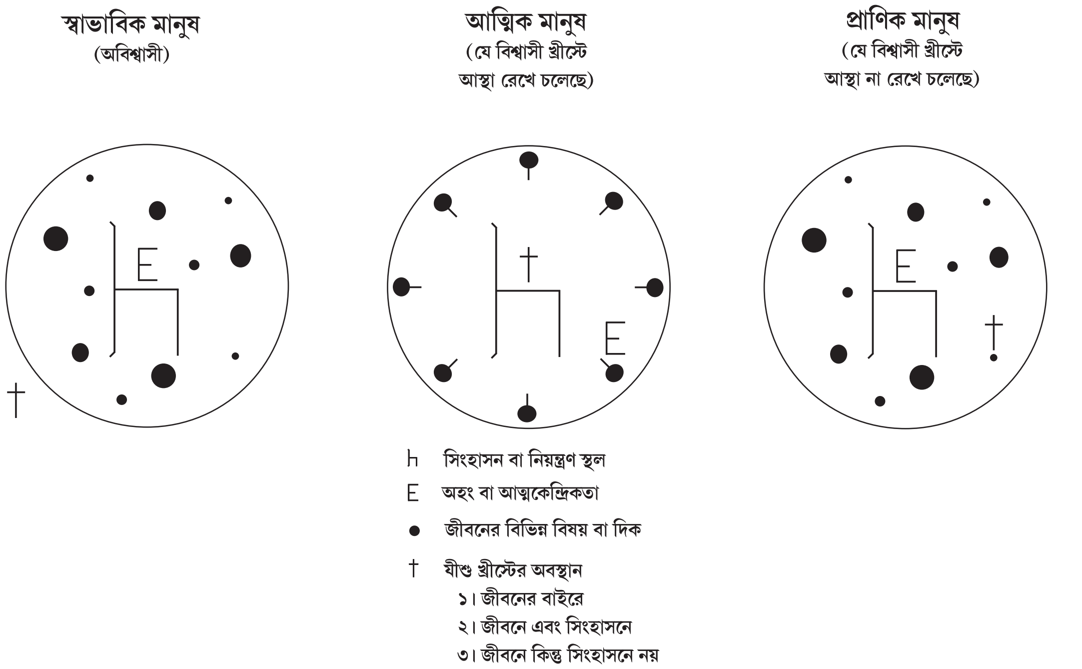


এখানে, **প্রাণীক মনুষ্যকে** ‘ঈশ্বরের আস্থাশীল নয় এমন খ্রীস্টবিশ্বাসী’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার স্বাভাবিক মানুষের জন্য যে ছবিটি আঁকা হয়েছে, তার সঙ্গে প্রাণীক মানুষের ছবি প্রায় সমান। কেবল, প্রথম ছবিতে (অর্থাৎ, স্বাভাবিক মানুষের ছবিতে) যীশু খ্রীস্টের প্রতীক ক্রুশকে জীবন বৃত্তের বাইরে রাখা হয়েছে; কিন্তু তৃতীয় ছবিতে (অর্থাৎ, প্রাণীক মানুষের ছবিতে) ভিতরে রাখা হয়েছে। এই ছবিগুলি থেকে যে শিক্ষাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, ‘**প্রাণীক খ্রীস্টবিশ্বাসী**’ হল এমন ব্যক্তি, যে খ্রীস্টকে এক অর্থে পরিত্রাতা বলে গ্রহণ করেছে, কিন্তু মনপরিবর্তনের পূর্বে তার যে জীবন ছিল, তা সে এখনও যাপন করে চলেছে।

‘প্রাণীক খ্রীস্টবিশ্বাসী’ সম্বন্ধীয় এই শিক্ষাকে আমাদের অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যেহেতু, এ এমন এক ধরণের খ্রীস্ট বিশ্বাসীকে বর্ণনা করে, যাকে বাইবেল কখনও কোথাও স্বীকার করে না। অবশ্যই পৌল ১করিন্থীয় ৩:১ পদে ‘খ্রীস্ট সম্বন্ধীয় শিশুদের’ কথা উল্লেখ করেছেন এবং ইব্রীয় পত্রের লেখক এমন বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন, যাদের তিনি আদিম কথা পশ্চাতে ফেলে সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হতে আহ্বান জানিয়েছেন। পরিপক্কতার অর্থ, অবশ্যই বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য আছে, এবং যারা খ্রীস্টে আছে তাদের অবশ্য কর্তব্য হল নিখুঁততার উদ্দেশে ধাবমান হওয়া। কিন্তু “প্রাণীক খ্রীস্ট বিশ্বাসী” বিষয়ক ধারণা, যা আমাদের খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগকে শিক্ষা দেয়, তা যে আমাদের কেবল বিপথে চালিত করে, এমন নয়; কিন্তু তা আমাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এই ধারণার বিরুদ্ধে নিচের বিষয়গুলি তুলে ধরা সম্ভব:

১) এই ধারণা অনুসারে, দুই শ্রেণীর খ্রীস্ট বিশ্বাসী আছে: **প্রাণীক** এবং **আত্মিক**। কিন্তু বিশ্বাসীদের এই ধরণের শ্রেণী বিভাগের পক্ষে কোনও বাইবেল ভিত্তি নেই। নতুন নিয়ম অবশ্যই নতুনজন্ম পেয়েছে এবং নতুনজন্ম পায়নি (যোহন ৩:৩, ৫), খ্রীস্ট বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী (যোহন ৩:১৬), মাংসের দ্বারা চালিত ও আত্মার দ্বারা চালিত (রোমীয় ৮:৫) কিংবা আত্মিক ও আত্মিক নয় (১করি ২:১৪ - ৩:১৫), এমন দুই ধরণের মানুষের বিষয় শিক্ষা দেয়। কিন্তু তৃতীয় প্রকার মানুষ, তথা প্রাণীক মানুষ সম্বন্ধীয় শিক্ষা কোথাও দেয় না। এখন, ১করিন্থীয় ৩:১, ৩ পদে মাংসিক বলতে কী বলা হয়েছে, তা আমরা একটু পরে আলোচনা করব।

২) ‘প্রাণীক খ্রীস্ট বিশ্বাসী’ সম্বন্ধীয় ধারণা মনপরিবর্তনের পর দ্বিতীয় পৃথক এবং স্বীকার করার উপযোগী ধাপের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, খ্রীস্টকে গ্রহণ ও খ্রীস্টবিশ্বাসী হওয়া যথেষ্ট নয়, দ্বিতীয় ধাপটি বিশ্বাসীর জীবনে সংঘটিত হওয়াই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এই দ্বিতীয় ধাপে বিশ্বাসীকে আত্মিক খ্রীস্ট বিশ্বাসী হিসাবে রূপান্তরিত করবে। এই অধ্যায়ে পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় এমন ধাপকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৩) 'প্রাণীক খ্রীস্টবিশ্বাসী' সম্বন্ধীয় শিক্ষা অমাদের যে ধারণা দেয়, তা হল, খ্রীস্টকে একজন পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করলেও, 'প্রভু' হিসাবে গ্রহণ না-ও করতে পারে। তাই, প্রাণীক খ্রীস্টবিশ্বাসী যাতে যীশুকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে, তার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এমন শিক্ষা, সম্পূর্ণভাবে নতুন নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষা। কেউ কখনও যীশুকে প্রভু হিসাবে স্বীকার না করে, তাঁকে পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের এমন কথা বলেছিলেন, ***"বস্তুত, আমরা আপনাদিগকে নয়, কিন্তু খ্রীস্ট যীশুকে প্রভু বলিয়া প্রচার করি, এবং আপনাদিগকে যীশুর নিমিত্ত তোমাদের দাস বলিয়াই দেখাইতেছি"*** (২করি ৪:৫)। আবার, কলসীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি লিখেছেন, ***"অতএব, খ্রীস্ট যীশুকে, প্রভুকে যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই চল"*** (কলসীয় ২:৬)। আমরা খ্রীস্টকে প্রভু বানাই না; ঈশ্বরই তাঁকে প্রভু করেছেন (প্রেরিত ২:৩৬)। এ অবশ্যই সত্য যে, আমরা যারা তাঁতে আছি, তারা তাঁকে সর্বদা প্রভু হিসাবে অনুসরণ করতে পারি না; তাই, আমাদের উচিত আমরা যেন তাঁর প্রতি বাধ্যতায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাই। কিন্তু এর মানে, এই নয় যে, জীবন সিংহাসনে সম্পূর্ণভাবে কেবল নিজেকে বসিয়ে রেখে, কেউ নিজেকে খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিতে পারে।

৪) 'প্রাণীক খ্রীস্টবিশ্বাসী' আমাদের এমন ধারণা দেয় যে, একজন মাংসের বশে জীবন যাপন করেও নিজেকে খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে পরিচয় দিতে পারে। এখন, এই শিক্ষাকে তুলে ধরার জন্য রোমীয় ৮:৭ পদকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"কেননা মাংসের ভাব** (carnal mind) **ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা; কারণ তা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হতে পারেও না।"*** এখন এই পদে পৌল কোনও নিম্নমানের খ্রীস্টবিশ্বাসীকে নয়, কিন্তু খ্রীস্ট বহির্ভূত, নতুনজন্ম পায়নি, এমন প্রত্যেককে নির্দেশ করেছেন। কারণ রোমীয় ৮:৭ পদে উল্লেখিত লোকদের পৌল ৮ পদে মাংসের অধীনে থাকে, এমন মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ৯ পদে পৌল আরও বলেছেন, ***"কিন্তু তোমরা (রোমীয় খ্রীস্টবিশ্বাসী যাদের প্রতি পৌল এই পত্র লিখেছেন) মাংসের অধীনে নও, আত্মার অধীনে রহিয়াছ।"*** গালাতীয় ৫:১৬ পদে পৌল আরও বলেছেন, ***"তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।"*** ২৪ পদে পৌল এর সঙ্গে যোগ করেছেন, ***"আর যাহারা খ্রীস্ট যীশুর, তাহারা মাংসকে তাহার মতি অভিলাষ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে।"*** নিশ্চিতরূপে, বিশ্বাসীরা এখনও মাংসের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে থাকেন, আবার অনেক সময় সেই প্রলোভনে পতিতও হয়ে থাকেন। কিন্তু একদিকে, সর্বদা, ধারাবাহিকভাবে বা স্বভাবত মাংসের বশে জীবন যাপন করবে, আবার অন্যদিকে, নিজেকে খ্রীস্টবিশ্বাসী বলবে — এমন চিন্তা সম্পূর্ণভাবে বাইবেল বহির্ভূত।

## ১করিন্থীয় ৩:১-৩ পদের উপযুক্ত ব্যাখ্যা

মূলত ১করিন্থীয় ৩:১-৩ পদকে ভিত্তি করে "প্রাণীক মনুষ্য" সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে *Schofield Reference Bible* বা *C. C. C* ম্যানুয়েলে তুলে ধরা হয়েছে। তাই, আমরা এখন বাইবেলের সেই অংশের উপযুক্ত ব্যাখ্যাকে দেখব। বাংলা বাইবেলে এই শাস্ত্রাংশের যে অনুবাদ করা হয়েছে, তা হল:

> ১) আর হে ভ্রাতৃগণ আমি তোমাদিগকে আত্মিক লোকদের ন্যায় সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু মাংসময় লোকদের ন্যায় *(carnal)*, খ্রীস্ট সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ করিয়াছি।
> ২) আমি তোমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম, অন্ন দিই নাই, কেননা তখন তোমাদের শক্তি হয় নাই;
> ৩) এমনকী এখনও তোমাদের শক্তি হয় নাই, কারণ এখনও তোমরা মাংসিক *(carnal)* রহিয়াছ; বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি মাংসিক নও, এবং মানুষের রীতক্রমে চলিতেছ না? (১করি ৩:১-৩)।

একথা সত্য যে, যে করিন্থীয়দের উদ্দেশে পৌল এই পত্র লিখেছেন, পৌল তাদের মাংসিক (প্রাণীক) *(Gk. sarkinois,* 'মাংসের - *RSV*' এবং 'জাগতিক - *NIV*' বলেছেন)। কিন্তু এখানে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল: এখানে কি আমরা **স্বাভাবিক** *(Psychikos, Anthropos, 2:14)* এবং **আত্মিক** *(Pneumatikos, 2:15)* এই দুই প্রকার মানুষের সঙ্গে তৃতীয় প্রকার মানুষ হিসাবে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের একটি অংশকে নির্দেশ করব? মনে হয় 'না' কারণ —

১) পৌল এখানে বিশ্বাসীদের আত্মিকতাকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনি এখানে তাদের 'আত্মিক' হিসাবে সম্বোধন করতে পারেননি (১ পদ)। তিনি যে তাদের 'আত্মিক মনুষ্যের' শ্রেণী থেকে নামিয়ে দিয়েছেন, তা নয় (২:১৫)। কিংবা তারা যে এখন স্বাভাবিক (২:১৪) মনুষ্য শ্রেণীর অন্তর্গত — এমন কথাও পৌল এখানে বলেননি। লক্ষ্য করার বিষয় হল, পৌল করিন্থীয়দের 'ভ্রাতৃগণ' হিসাবে সম্বোধনের দ্বারা তৃতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, ৬:১৯ পদে পৌল করিন্থীয়দের পবিত্র আত্মার মন্দির হিসাবে বর্ণনা করেছেন (যা আত্মিক মনুষ্যের অবশ্য চিহ্ন)।

২) পৌল এখানে তাদের মাংসিক লোকের সঙ্গে "খ্রীস্ট সম্বন্ধীয় শিশু" হিসাবে সম্বোধন করেছেন (৩:১) *(even as unto babes in Christ)*। ইংরাজিতে *in Christ* কথার দ্বারা 'আত্মিক নয়' এমন মানুষকে কখনও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অতএব, করিন্থীয়রা অবশ্যই খ্রীস্টে আছেন — কিন্তু তারা খ্রীস্টে শিশুদের ন্যায় আছেন *(mere infants - NIV)*। এখন এই উপমা থেকে আমরা কখনও বলতে পারি না যে, সে শিশু হওয়ায় মানুষ নয়। বরং, সে অবশ্যই মানুষ কিন্তু সে এখনও পরিপক্কতা পায়নি।

৩) করিন্থীয়দের অপরিপক্কতা সম্বন্ধে ৩ পদে আরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে পৌল এমন কথা বলেছেন, ***"কারণ এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ।"*** এই কথার দ্বারা তাদেরকে, তাদের আত্মিক শৈশব থেকে বৃদ্ধি পেতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

৪) তাহলে, করিন্থীয় বিশ্বাসীদের মাংসিক (প্রাণীক) *(carnal)* বলার দ্বারা পৌল কী বোঝাতে চেয়েছেন? এর দ্বারা পৌল বলতে চেয়েছেন যে, তাদের মধ্যে এখনও ঈর্ষা, বিবাদ বা দলভেদ আছে (৩:৩); তাই ২১ পদে তাদের এই আচরণকে পৌল ***'মনুষ্যদের শ্লাঘা'*** করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর পরিস্থিতিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, ***"তোমরা প্রতিজন বলিয়া থাক, আমি পৌলের, আর আমি আপল্লোর, আর আমি কৈফার, আর আমি খ্রীস্টের"*** (১করি ১:১২)। ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী হয়ে, সকলে একসঙ্গে পারস্পরিক ভালোবাসায় ঈশ্বরের সেবা না করে, করিন্থীয়রা নিরর্থক ভেদাভেদে মত্ত হয়েছিল। খ্রীস্টেতে এক হবার বিষয় আনন্দ না করে, তারা যে সমস্ত মানুষ নেতাদের অনুসরণ করত, তাদের বিষয় শ্লাঘা করছিল এবং অন্য নেতাদের অনুসরণকারী অন্য বিশ্বাসীদের নিচু চোখে দেখছিল। অর্থাৎ, করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা তাদের জীবনযাত্রার বেশি অংশে ***"প্রাণীক মনুষ্যের ন্যায়"*** যাপন করছিল। তারা ***"মানুষের রীতিক্রমে"*** চলছিল — অর্থাৎ নতুনজন্ম পায়নি, এমন মানুষদের ন্যায় জীবন যাপন করছিল। তিন অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে পৌল ভুল সংশোধন করে খ্রীস্ট যীশুতে তাদের আধ্যাত্মিক ধনের কথা উল্লেখ করেছেন: অতএব, কেহ মনুষ্যদের শ্লাঘা না করুক। ***"কেননা সকলেই তোমাদের; পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের; আর তোমরা খ্রীস্টের ও খ্রীস্ট ঈশ্বরের"*** (১করি ৩:২১-২৩)। এই কথার অর্থ, ***"আমি পৌলের"*** বা ***"আমি আপল্লোর"*** — এমন কথা বলার পরিবর্তে তোমাদের বলা উচিত — *"পৌল, আপল্লো এবং কৈফা সকলেই আমাদের, তারা আমাদের প্রভু নয়, কিন্তু খ্রীস্টেতে আমাদের সেবক, আমরা তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে শিখতে পারি। তারা আমাদের এবং আমরা খ্রীস্টের।"* পৌল বলেছেন যে, যদি তোমরা খ্রীস্টেতে তোমাদের আধ্যাত্মিক ধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে, তাহলে তোমরা এই সকল মানুষ নেতাদের নিয়ে তর্কাতর্কি করতে না, তোমরা তোমাদের অপরিপক্কতার স্তর থেকে বা 'প্রাণীকতা' থেকে উন্নীত হও।

অতএব, করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের 'প্রাণীকতা' তাদের 'আধ্যাত্মিক অপরিপক্কতাকেই' নির্দেশ করেছে — যার থেকে তাদের বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। এর অর্থ, এই নয় যে, এই সকল খ্রীস্টবিশ্বাসীর হৃদয় সিংহাসনে কেবল "আমি" বসে আছে, বা তারা সম্পূর্ণভাবে মাংসের দাসত্ব করছে। অন্য কথায়, এখানে 'প্রাণীকতার' অর্থ আচরণগত সমস্যা।

৫) করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের এই আচরণগত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পৌল তাদের "আধ্যাত্মিক" মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, কারণ —

(ক) করিন্থীয় ১:১ পদে পৌল এই করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের এইভাবে সম্বোধন করেছেন, ***"পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রীস্টের আহূত প্রেরিত, এবং ভ্রাতা সোস্থিনি — করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, যীশু খ্রীস্টেতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে, এবং যাহারা সর্বস্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে ডাকে, তাহাদের সমীপে।"*** গ্রিক নতুন নিয়মে পবিত্রকৃত শব্দের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি *Perfect Tense*-এ আছে — যার দ্বারা সমাপ্ত কার্যের ধারাবাহিক ফলকে নির্দেশ করা হয় *(completed action with continuing result)*। অর্থাৎ পৌল এখানে তার করিন্থীয় মণ্ডলীর পাঠকদের পবিত্রীকৃত এবং এখন পবিত্রতার ফল ধারণকারী বিশ্বাসী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই নির্দিষ্ট পবিত্রকরণ কার্য ঈশ্বরের কার্য, যা সময়ের কোনও এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে সাধিত হয়। এমন মন্তব্য কখনও সেই সমস্ত মানুষ যারা এখনও "স্বাভাবিক মনুষ্যদের ন্যায় আছে," তাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

খ) ১করিন্থীয় ১:৪ পদে, পৌল খ্রীস্ট যীশুতে তাদের প্রতি দত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেছেন — এমন কথা কখনও স্বাভাবিক মনুষ্যদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

গ) ১করিন্থীয় ১:৩০ পদে পৌল বলেছেন, ***"কিন্তু তা হইতে তোমরা সেই খ্রীস্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের***

***জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান, ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।"*** এই কথার পর আমরা কখনও এমন কথা বলতে পারি না যে, করিন্থীয় বিশ্বাসীরা ধার্মিকগণিত হলেও পবিত্রীকৃত হয়নি। বাক্য বলছে, যে খ্রীস্টে তারা এখন আছে, সেই খ্রীস্ট তাদের জন্য ধার্মিকতা ও পবিত্রতা উভয়ই হয়েছেন।

ঘ) ১করিন্থীয় ৩:২১-২৩ পদে, পৌল খ্রীস্টেতে তাদের ধনকে বর্ণনা করেছেন, এই ধন কখনও কোনও স্বাভাবিক মানুষের অধিকার হতে পারে না: ***"কেননা সকলই তোমাদের— পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ, সকল তোমাদের, আর তোমরা খ্রীস্টের, ও খ্রীস্ট ঈশ্বরের।"***

ঙ) ১করিন্থীয় ৬:১১ পদে পৌল লিখেছেন, ***"কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্মিক গণিত হইয়াছ।"*** গ্রিক নতুন নিয়মে এই পদের সব ক্রিয়াপদ *Aorist Tense*-এ আছে — যা সাধারণত মুহূর্তমধ্যে সাধিত কার্যকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, এখানেও পৌল করিন্থীয় বিশ্বাসীদের (৩ অধ্যায়ে তাদের মাংসিক বললেও) পবিত্রীকৃত ও ধার্মিকগণিত হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

চ) ২করিন্থীয় ৫:১৭ পদে, পৌল জোর গলায় ঘোষণা করেছেন: ***"ফলতঃ যদি কেহ খ্রীস্টে থাকে, তবে নতুন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে।"*** করিন্থীয়দের প্রতি পৌল তার প্রথম পত্রে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা খ্রীস্টে আছে; এটা যদি সত্য হয়, তাহলে তারা অবশ্যই নতুন সৃষ্টি বা নতুন জীব। অবশ্যই তাদের আচরণে অনেক ভুল আছে, তার জন্য তাদের তিরস্কার করা উচিত, নির্দেশ দেওয়া উচিত এবং ভালো আচরণ করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। তাদের আচরণে অধিক পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, খ্রীস্টেতে তাদের ধনের বিষয় উপলব্ধিতে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত এবং বিশ্বাসের অনুশীলনে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু খ্রীস্টেতে তারা নতুন সৃষ্টি, তাই তাদের আধ্যাত্মিক মানুষ না বলে অন্য কোনও দলে ফেলা সম্ভব নয়।

উপরের এই সকলের যুক্তির দ্বারা আমরা "প্রাণীক খ্রীস্টবিশ্বাসীর" চিন্তাকে বর্জন করতে বাধ্য। অবশ্য এই ধারণা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকে। করিন্থীয় বিশ্বাসীদের যে 'প্রাণীকতাকে' পৌল এখানে সমালোচনা করেছেন, তা প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে বিপদ হিসাবে উদিত হতে পারে। তাই, আমাদের সর্বদা এই প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধে সচেতন থাকতে হবে। করিন্থীয় বিশ্বাসীদের ন্যায়, আমরাও অনেক সময় খ্রীস্টের উপরে মানুষ-নেতাদের উচ্চীকৃত করতে প্রলোভিত হই। "প্রাণীকতার" অন্যান্য বিষয়ের দ্বারাও আমরা প্রলোভিত হতে পারি: "কামচিন্তা, নিষিদ্ধ কার্য, শত্রুতা, লোভ, গর্ব, ঈর্ষা, পাপপূর্ণ ক্রোধ, অতি ভোজন, আলস্য।" নতুন নিয়ম অনুসারে, খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবন হল, পাপের সঙ্গে ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব: একে **'বিবাদ'** বলা হয়েছে (যাকোব ৪:১), একে **'যুদ্ধ'** বলা হয়েছে (১তীম ৬:১২), একে **'মল্লযুদ্ধ'** বলা হয়েছে (ইফি ৬:১২; ইব্রীয় ১২:৪); একে আবার **'দেহকে প্রহার'** (১করি ৯:২৭) বলা হয়েছে; আবার **'দিয়াবলকে প্রতিরোধ করার'** কথাও বলা হয়েছে (যাকোব ৪:৭)। তাই আমাদের সর্বদা 'প্রাণীক' আচরণে পতিত হবার বিপদের বিষয় সচেতন থাকতে হবে।

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে আমরা দেখেছি যে, আমরা কেন দুই বা তিন ধাপের পরিত্রাণতত্ত্বকে বর্জন করব। কিন্তু এই বর্জন কখনও আমাদের খ্রীস্টিয়ান জীবনে উন্নতি বা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই বৃদ্ধি বা উন্নতি অনেক সময় বিশ্বাসীর জীবনে মনপরিবর্তনের পর 'সর্বোচ্চ' বা 'শিখর' অভিজ্ঞতাকে আনয়ন করে থাকে।

এই বিষয়ে আমরা প্রেরিত পৌলের জীবনকে চিন্তা করতে পারি। তার মনপরিবর্তনের পর পৌল তিন তিনবার প্রভুর কাছে একটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, ***"আর ঐ প্রত্যাদেশের অতি মহত্ব হেতু আমি যেন অতিমাত্র দর্প না করি, এই কারণে আমার মাংসে একটা কণ্টক, শয়তানের এক দূত, আমাকে দত্ত হইল, যেন সে আমাকে মুষ্টিঘাত করে, যেন আমি অতিমাত্র দর্প না করি। এই বিষয় লইয়া আমি প্রভুর কাছে তিনবার নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন উহা আমাকে ছাড়িয়া যায়"*** (২করি ১২:৭-৮)। প্রভু পৌলের মাংসের এই কাঁটাকে দূর করেননি, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ এমনভাবে প্রকাশ করেন যে, পৌল তখন এই কথা বলতে সমর্থ হন: ***"অতএব, আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীস্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে। এইহেতু খ্রীস্টের নিমিত্ত নানা দুর্বলতা, অপমান অনটন, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই বলবান"*** (২করি ১২:৯-১০)। মনপরিবর্তনের পর পৌলের জীবনে এই অভিজ্ঞতা অবশ্যই একটি অন্যতম 'সর্বোচ্চ' বা 'শিখর' অভিজ্ঞতা।

এখন, মনপরিবর্তনের পর এমন বিশেষ অভিজ্ঞতাকে আমরা কখনও 'পরিত্রাণের ধাপের' একটা ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করব না। অবার প্রত্যেক খ্রীস্ট বিশ্বাসী যে এইরূপ সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য, এমনও নয়। ঈশ্বর তাঁর সকল সন্তানদের অবিকল একভাবে পরিত্রাণ দান করেন, এমনও নয়। তবুও খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে এইরূপ সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, বরং আশা করতে পারি।

খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি কোনও বিলাসিতা নয়, কিন্তু তা অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। অবশ্য, এই উন্নতির জন্য কোনও রূপ সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু এই উন্নতি যেন অবশ্যই বিশ্বাসীর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। বাইবেল এ বিষয়ে পরিষ্কার শিক্ষা দেয়। তাই, পিতর তার সদ্যজাত বিশ্বাসীদের উদ্দেশে এমন কথা লিখেছেন: ***"নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাঁহার গুণে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পাও"*** (১পিতর ২: ২)। পিতর তার দ্বিতীয় পত্রের শেষ পদেও এই আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেছেন: ***"কিন্তু আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও"*** (২পিতর ৩:১৮)। পৌলও একই ধরনের কথা বলেছেন, ***"কিন্তু প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই"*** (ইফি ৪:১৫)।

অতএব, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক বা বিষয়গুলি ধাপে ধাপে নয়, কিন্তু একই সঙ্গে সাধিত হয় — এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সর্বদা স্মরণে রাখব যে, আমাদের পরিত্রাণের অধিকতর আশীর্বাদ লাভে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি আমাদের সকলের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। যখন আমরা এইভাবে বৃদ্ধি পাব, তখন আমরা গর্বিত হব না বা নিজেদের উপরে শ্লাঘা করব না, কিন্তু পৌল যেমন তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বীকার করেছিলেন, আমরাও একইভাবে স্বীকার করব: ***"ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমন বিচার করি না; কিন্তু একটি কাজ করি, পশ্চাৎস্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীস্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্ধ্বদিকস্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি"*** (ফিলি ৩:১৩-১৪)।